সংবাদ

22 MAY 2016
তারিখ ... 22 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ .....

মন্তব্য

শিক্ষাক্ষেত্রে যৌন হয়রানি এই অসুস্থতা প্রতিরোধ করুন

মুহাম্মদ আলতাফ হোসেন

ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে আহছান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাহফুজুর রশিদ ফেরদৌসকে গত ৩ মে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত ৩০ এপ্রিল ছাত্রীকে যৌন হয়রানির খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করে কর্তৃপক্ষ। শিক্ষাক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অভিযোগের উত্তাল অবস্থার মধ্যেই প্রকাশ পায় আরেক শিক্ষকের যৌন হয়রানির ঘটনা। গত ৩০ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গা শহরের ঝিনুক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আহাদ আলীর কাছে বিদ্যালয়ের এক ছাত্রী প্রাইভেট পড়তে গিয়ে যৌন হয়রানির শিকার হন, যা গত ৪ মে ফাঁস হলে অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

চলতি বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর অদূরে খালিশপুর আলিম মডেল মাদ্রাসার নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী মাদ্রাসার শিক্ষক আব্দুর রউফের কাছে প্রাইভেট পড়তে যায়। কিন্তু সে সময় শিক্ষক উপস্থিত না থাকায় সে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল, এ সময় মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা শফিকুর রহমান তাকে কৌশলে মাদ্রাসা সংলগ্ন নিজের বাসায় ডেকে নেন এবং ধর্ষণ করেন। চলতি বছরের মে মাসে গাইবান্ধার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীকে ক্লাসের মধ্যেই যৌন নির্যাতন করেন প্রধান শিক্ষক আয়নাল হক।

শুধু স্কুল বা মাদ্রাসা নয়, অহরহই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটছে মাদ্রাসা, বিদ্যালয়, কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও। সম্প্রতি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর দুই ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও যৌন হয়রানির অভিযোগমুক্ত নয়। ২০১৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের এক ছাত্রীকে নিজ রুমে ডেকে নিয়ে যৌন হয়রানি করেন এক শিক্ষক। শুধু একটি ঘটনাই নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৫ বছরে ২৫ জনেরও বেশি শিক্ষক যৌন নিপীড়নের দায়ে অভিযুক্ত হন। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত চার বছরে অর্ধশতাধিক যৌন হয়রানির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধে সরকারি পর্যায়েও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠন করা হবে বলে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্যে জানা যায়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৯ সালে যৌন হয়রানির ঘটনায় সৃষ্ট তুমুল আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল শিক্ষাঙ্গনে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে একটি নীতিমালা প্রণয়ন। সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টে এক আবেদনের বিপরীতে আদালতের রায়ে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে তদন্ত সেল গঠনের আদেশ দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ৮০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৯টি এবং ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হাইকোর্টের নির্দেশনা মেনে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছে। তবে কমিটি গঠন করা হলেও অনেকেই তা প্রয়োগ করছেন না। আজকাল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানিবিষয়ক সেমিনারের আয়োজনও করা হচ্ছে, দু-চারটি বিচারের ঘটনাও ঘটেছে। নারীদের নিরাপত্তার জন্য একাধিক আইনও রয়েছে। তবুও এ অসুস্থ অবস্থার অবসান ঘটছে না। ইউএনউইমেনের জরিপের তথ্যমতে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ৮৭% ছাত্রী এখনো কোনো না কোনোভাবে যৌন হয়রানির শিকার হন। অনেক স্কুল-কলেজ জানেই না যে যৌন হয়রানির তদন্তের জন্য কমিটি করা বাধ্যতামূলক। অন্তত ৫৫% শিক্ষার্থী এ বিষয়ে আদালতের নির্দেশ সম্পর্কে অবগত নন। তাই এখন এ বিষয়ে সচেতনতা ও প্রচার বাড়ানো জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসিসহ সংশ্লিষ্ট ১৯টি প্রতিষ্ঠান নিয়মিত তদন্ত সেলের রিপোর্ট সরবরাহ করার বিষয়ে নির্দেশপ্রাপ্ত। কিন্তু তা করা হচ্ছে না। এই সুযোগে অপরাধীরা নানা পক্ষের তদবিরের মাধ্যমে বিচার এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তাই এ বিষয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠনের ওপর জোর দেন বিশিষ্ট এই আইনজীবী।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যখন জেন্ডার ক্ষমতা ও নারীর মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হবে, তখন তার প্রভাব সমাজের সর্বত্র প্রতিফলিত হবে। এই মনোভাব সৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি দেশের আইন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিচার বিভাগ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ ও সুশীল সমাজের রয়েছে বিশেষ দায়িত্ব। আমাদের আরও মনে রাখা প্রয়োজন আজকের নতুন বাংলাদেশ বির্নিমাণে যারা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন। শিক্ষক সমাজের বৃহৎ অংশই জ্ঞান দান, তাই 'সৌরভে-গৌরবে' এই মহৎ শিক্ষক সমাজকে অক্ষুণ্ন রাখা তাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব এবং সেই লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশকে নারীবান্ধব করার উদ্যোগে এগিয়ে আসতে হবে।

[লেখক : সমাজকর্মী।]